তাবেঈদের জীবন চিত্র

মূল

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদক

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দাওয়ারায়ে হাদিস (মুমতাজ)

আল জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম,

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ফাযিল (অনার্স) আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা,

মীর হাজিরীবাগ, ঢাকা-১২০৪।

দারুস সালাম বাংলাদেশ

কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক প্রকাশনা

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

সূচিপত্র

- আতা বিন আবু রাবাহ রহ. ৯
- আমের বিন আবদুল্লাহ আত্তামীমী রহ. ১৯
- উরওয়া বিন যুবাইর রহ. ৩১
- রবী বিন খুছাইম রহ. ৪৩
- ইয়াস বিন মুয়াবিয়া আল মুযান্নি রহ. ৫৩
- ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. ও তাঁর পুত্র আবদুল মালিক ৬৫
- হাসান বসরী রহ. ৭৭
- কাজী শুরাইহ রহ. ৮৯
- মুহাম্মাদ বিন সিরীন রহ. ৯৯
- রবীআ আর রায় রহ. ১০৯
- রজা বিন হাইওয়া রহ. ১২৩
- আ'মির বিন শুরাহবীল আশ্‌শা'বী রহ. ১৩৭
- সালামা বিন দীনার রহ. যিনি আবু হাযিম আল আ'রাজ নামে পরিচিত ১৪৫
- সা'ঈদ বিন মুসাইয়াব রহ. ১৫৫
- সা'ঈদ বিন যুবাইর রহ. ১৬৫
- মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি আল আযদী নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ দুনিয়াবিরাগী ১৮১
- মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি আল আযদী বসরার শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী ও ফকীহগণের শোভা ১৮৯
- ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. তাঁর জীবনের চমৎকার কিছু মুহূর্ত ১৯৭
- মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া রহ. ২০৭

- তাউস বিন কাইসান রহ. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস্ সাকাফীর সাথে..... ২১৯
- তাউস বিন কাইসান রহ. বিশিষ্ট ওয়ায়েজ ও পথপ্রদর্শক..... ২২৫
- কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রহ..... ২৩৩
- ছিলাহ বিন আশয়াম আল-আদাভী রহ..... ২৪৩
- ওমর বিন আবদুল আযীয রহ..... ২৫১
- যয়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন বিন আলী রহ..... ২৫৯
- আবু মুসলিম আল-খাওলানী রহ..... ২৭৩
- সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর রহ. ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পৌত্র..... ২৮৩
- সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর রহ. জ্ঞানে ও আমলে পরিপূর্ণ ২৯১
- আবদুর রহমান আল-গাফিকী রহ. স্পেনের গভর্নর..... ২৯৯
- আবদুর রহমান আল-গাফিকী রহ. শহীদী মিছিলের বিখ্যাত বীর..... ৩০৯
- আন নাজ্জাসী আসহামা বিন আবজার রহ..... ৩১৯
- রুফাই বিন মেহরান আবুল আলিয়া রহ..... ৩৩৫
- আহনাফ বিন কায়েস রহ. বনু তামীম গোত্রের সর্দার..... ৩৪৫
- আহনাফ বিন কায়েস রহ. যিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শিষ্য..... ৩৫৩
- আবু হানিফা নোমান রহ. তাঁর জীবনের কিছু আকর্ষণীয় ঘটনাবলি..... ৩৬৫
- আবু হানিফা নোমান রহ. তাঁর মেধা ও প্রতিভার বিরল ঘটনাবলি..... ৩৭৩

আতা বিন আবু রাবাহ রহ.

আতা, তাউস ও মুজাহিদ, এ তিনজন ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ইলম অর্জন করতে দেখিনি। *[সালামা বিন কুহাইল]*

আমরা এখন হিজরি ৯৭ সালের জিলহজ মাসের শেষ দশকে.... বিশ্বের পুরাতন এ ঘরটিতে এখন আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিদের আগমনে অলি-গলিতে সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় মানুষের ঢল নেমেছে।

তারা কেউ এসেছে পায়ে হেঁটে কেউ বা আরোহী হয়ে....

এসেছে নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ....

তাদের মাঝে আছে শ্বেতাঙ্গ আছে কৃষ্ণাঙ্গ....

আছে আরবি, আছে অনারবি....

আছে নেতা, আছে কর্মী....

তারা সকলে তালবিয়া পাঠ করতে করতে প্রভুভক্তি নিয়ে মানুষের মালিকের কাছে এসেছে। তারা সকলে তাঁর কাছে ক্ষমার আশা নিয়ে এসেছে।

আর ইনি হচ্ছেন মুসলমানদের খলিফা আবদুল মালিক। যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজ্যের রাজা। তিনি খোলা মাথায় খালি পায়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করছেন। তাঁর পরনে একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই নেই।

তাঁর প্রজাদের যে অবস্থা তাঁরও একই অবস্থা।

তাঁর পেছনে তাঁর দু' ছেলেও ছিল।

তাঁর সেই ছেলেকে দেখতে পূর্ণিমার চাঁদের মতো লাগছে। মনে হচ্ছিল গোলাপের মতো তাঁরা সুগন্ধি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

খলিফা আবদুল মালিক তাওয়াফ শেষে তাঁর বিশ্বস্ত এক লোককে বললেন, তোমাদের সাথি কোথায়?

সে বলল, তিনি এখানে নামায পড়ছেন।

একথা বলে লোকটি মসজিদে হারামের পশ্চিম পার্শ্বের দিকে ইশারা করে দেখাল।

খলিফা আবদুল মালিক ইশারাকৃত স্থানের দিকে গেলেন। তাঁর পেছনে পেছনে তাঁর দুই ছেলেও যেতে লাগল।

তখন তাঁর লোকেরা পথ খালি করতে লোকদেরকে সরিয়ে দিতে লাগল। তিনি তাদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে রাজা ও প্রজা সবাই সমান....

এখানে তাকওয়া ও কবুল (আল্লাহর কাছে আমলের গ্রহণযোগ্যতা) ব্যতীত কারো ওপর কারো মর্যাদা নেই।

মাঝে মাঝে এমন হয় যে, ধুলা ভরা পায়ে ও এলোমেলো চুলে আল্লাহর দরবারে আগত ব্যক্তির আমল কবুল হয়, অন্যদিকে রাজা-বাদশাদের আমল কবুল হয় না।

তারপর তিনি ওই লোকটির কাছে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন লোকটি এখনো পড়ছেন। তিনি তাঁর রুকু ও সিজদায় ডুবে আছেন।

অন্যদিকে মানুষেরা তাঁর পেছনে, ডানে, বামে বসে আছে।

খলিফা গিয়ে যেখানে জায়গা পেলেন সেখানে বসলেন....

তাঁর সাথে তাঁর দু' ছেলেও বসল....

কুরাইশী এ দু' ছেলে ওই লোককে নিয়ে ভাবছিল, যাঁর পাশে তাঁদের বাবা আমিরুল মু'মিনীন এসে বসেছেন। তারাও সাধারণ মানুষের সাথে বসে তাঁর নামায শেষের অপেক্ষা করছিল।

তিনি একজন হাবশী, কালো চেহারাবিশিষ্ট, চুলগুলো খুবই কোঁকড়ানো, নাক চ্যাপটা, যখন তিনি বসেন তখন কাকের মতোই প্রকাশিত হন।

* * *

লোকটি নামায শেষ করে খলিফার দিকে ফিরে বসলেন। তখন সুলাইমান বিন আবদুল মালিক তাঁকে অভিবাদন জানালেন। তিনি তাঁর জবাবে অনুরূপ অভিবাদন জানালেন।

তারপর খলিফা সুলাইমান এগিয়ে এসে তাঁর কাছে হজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। তিনি তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন....

তিনি প্রতিটি কথা এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যাতেকরে ওই ব্যাপারে অন্য কোনো প্রশ্ন না থাকে....

এবং প্রতিটি কথা তিনি রাসূল ﷺ পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করে বললেন।

খলিফা তাঁর প্রশ্নের উত্তরগুলো জানার পর তাঁর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের দোয়া করলেন। তারপর তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন, উঠ। তারা তাঁর কথামতো উঠে তাঁর সাথে চলতে লাগল। তাঁরা বাপ-বেটা তিনজন মিলে তাওয়াফ করতে সাফা-মারওয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ওই ছেলে তাওয়াফ করার সময়ে শুনতে পেল এক লোক ঘোষণা দিচ্ছে, হে মুসলমানরা....

এখানে আতা বিন রাবাহ ব্যতীত আর কেউই ফাতওয়া দিবে না....

যদি তাঁকে না পাওয়া যায় তবে ফাতওয়া দিবে আবদুল্লাহ বিন আবু নাজীহ।

তখন ওই ছেলের একজন তাঁর বাবাকে বলল, আমিরুল মু'মিনীনের লোক কীভাবে ঘোষণা দেয় যে, আতা বিন আবু রাবাহ ও তাঁর সাথি ব্যতীত অন্য কেউ ফাতওয়া দিতে পারবে না। তাহলে আমরা কীভাবে ওই লোকের কাছে গেলাম, যে খলিফার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখালো না।

তখন সুলাইমান তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি যাকে দেখছ আর যার সামনে আমাদেরকে অপমানিত দেখছ তিনিই হচ্ছেন আতা বিন আবু রাবাহ। যিনি মুফতীদের প্রধান। যিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।

তারপর তিনি বললেন, হে বৎস.... ইলম অর্জন কর।

ইলম দ্বারা তুচ্ছ ব্যক্তিও মহান হয়ে যায়....

অখ্যাত ব্যক্তিও বিখ্যাত হয়ে যায়....

ক্রীতদাসরাও রাজা বাদশাদের মতো মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায়।

* * *

ইলমের শানে সুলাইমান বিন আবদুল মালিক তাঁর ছেলেকে যা বলেছেন তা একটুও বেশি বলেননি।

কেননা আতা বিন আবু রাবাহ ছোটবেলায় মক্কা নগরীর এক মহিলার গোলাম ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে এ গোলাম ইলম অর্জনের পথে পা বাড়ালেন সেদিন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সময়কে তিনভাগে ভাগ করলেন।

একভাগ তিনি তাঁর মালিকের জন্যে নির্ধারণ করলেন। সে সময়ে তিনি উত্তমভাবে তার খিদমত করতেন এবং তাঁর হক পুরোপুরিভাবে আদায় করতেন।

দ্বিতীয়ভাগ তিনি তাঁর প্রভুর ইবাদতের জন্যে নির্ধারণ করলেন। সে সময়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হতেন এবং খালিসভাবে আল্লাহর ইবাদত করতেন।

আর তাঁর সময়ের তৃতীয়ভাগ তিনি ইলম অর্জন করার জন্যে নির্ধারণ করলেন।

আর এ সময়ে তিনি বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুম-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করতেন। এমনকি ইলমে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে তাঁর অন্তর ভরপুর হয়ে গেল।

* * *

যখন মক্কার এ মহিলা দেখল তাঁর গোলামটি নিজেকে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে দিচ্ছে.... নিজের জীবনকে জ্ঞান অর্জনের জন্যে বিসর্জন দিচ্ছে...

তখন তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁকে আযাদ করে দিলেন। হতে পারে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে উপকৃত করবেন।

সেদিন থেকে আতা বিন আবু রাবাহ রহ. মসজিদে হারামে নিজের স্থান গ্রহণ করলেন....

সেটিকে নিজের ঘর হিসেবে গ্রহণ করলেন....

সেটিকে নিজের মাদরাসা হিসেবে গ্রহণ করলেন....

এবং সেটিকে নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করলেন। যে নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, বিশ বছর পর্যন্ত মসজিদই ছিল আতা বিন আবু রাবাহ রহ.-এর বিছানা।

* * *

তাবেঈ আতা বিন আবু রাবাহ ইলমের এক বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে ছিলেন। তিনি এর প্রতিটি স্তর অতিক্রম করেছেন....

তিনি ইলমের এমন এক স্থানে আরোহণ করেছেন যেখানে তাঁর সময়ের খুব কম লোকই আরোহণ করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওমরা করতে এসেছিলেন। তখন লোকেরা তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা জানার জন্যে আসল। তিনি তাদেরকে বললেন, হে মক্কাবাসী! আমি তোমাদের ব্যাপারে অবাক হচ্ছি, তোমাদের মাঝে আতা বিন আবু রাবাহ থাকার পরও তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে প্রশ্ন জমা করে রাখ।

* * *

আতা বিন আবু রাবাহ রহ. দু'টি কারণে ইলমের এমন উচ্চ মরতাবায় পৌঁছেছেন।

প্রথমত, তিনি এমন কোনো কাজ করতেন না, যে কাজে কোনো উপকার নেই....

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর সময়কে অপচয় করতেন না।

মুহাম্মাদ বিন সুকা রহ. একদল লোকের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদিস শুনাব? আশা করি তা আমাকে যেভাবে উপকৃত করেছে তোমাদেরকেও সেভাবে উপকৃত করবে।

তারা বলল, অবশ্যই।

তিনি বললেন, একবার আমাকে আতা বিন আবু রাবাহ উপদেশ দিয়ে বললেন, যারা আমাদের পূর্বে ছিলেন তারা অতিরিক্ত কথা বলা অপছন্দ করতেন।

আমি বললাম, তারা কোন কথাগুলো অতিরিক্ত মনে করত?

তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পাঠ করা ও বুঝা....,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস আলোচনা করা....,

সৎকাজের আদেশ দেওয়া....,

অসৎকাজে নিষেধ করা....,

আল্লাহর নৈকট্যকারী জ্ঞান অর্জন ও চলা-ফেরায় একইবারে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ব্যতীত অন্য যে কথাগুলোকে তারা অতিরিক্ত কথা হিসেবে গণ্য করত।

তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কি অস্বীকার করছ?....

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۔ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ۔

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছেন। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।"[১]

---

[১] সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০-১১

তোমাদের প্রত্যেকের সাথে দু'জন ফেরেশতা আছেন।

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

অর্থ : "এবং তোমাদের প্রত্যেকের সাথে রয়েছেন দু'জন ফেরেশতা যারা ডানে ও বামে বসে আমল গ্রহণ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।[২]

তারপর তিনি বললেন, আমাদের কারো আমলনামা যদি দিনের বেলা লোকদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যে আমলনামা এমন অনেক কথা, যেগুলো না দুনিয়ার প্রয়োজনীয়, না দ্বীনের প্রয়োজনীয়....

* * *

আল্লাহ তা'আলা আতা বিন আবু রাবাহ রহ.-এর ইলম দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করেছেন।

তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত লোকদের মধ্যে রয়েছে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম...

রয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গসহ আরও অন্যান্যরা....

ইমাম আবু হানিফা রহ. নিজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হজ আদায় করতে গিয়ে পাঁচটি ভুল করেছি। সে পাঁচটি বিষয় আমি এক নাপিতের কাছ থেকে শিখেছি। সেগুলো....

আমি ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্যে এক নাপিতের কাছে মাথা মুণ্ডাতে এসেছি। আমি তাকে বললাম, আমার মাথা মুণ্ডাতে তুমি কত নিবে?

সে বলল, আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দান করুন....

ইবাদতে কিসের দামাদামি, বস, যা পার তা দিও।

তখন আমি ভীষণ লজ্জিত হয়ে বসে পড়লাম।

কিন্তু আমি কা'বার দিকে না ফিরে অন্যদিকে ফিরে বসলাম।

তখন সে আমাকে কা'বার দিকে ফিরে বসার জন্যে ইশারা করল। আমি তা করলাম। তখন আমি আরও বেশি লজ্জিত হলাম।

এরপর মাথা মুণ্ডানোর জন্যে আমি মাথার বাম দিক তার দিকে এগিয়ে দিলাম। ঘুরো, আগে ডান দিক দাও। তার কথামতো আমি ঘুরে বসলাম।

---

[২] সূরা কাফ, ৫০ : ১৭-১৮